শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর শাহাদাতের সংবাদ:

আমরা বিচলিত নই

ইলম ও জিহাদ

(দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম)

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরীর শাহাদাতের সংবাদ: আমরা বিচলিত নই

লিখাঃ ইলম ও জিহাদ (দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম)
প্রকাশনাঃ আবু আইমান আল হিন্দী (সালাবা)

সোশ্যাল মিডিয়ায় শায়খ আইমানের শাহাদাতের সংবাদ আসছে। এ ব্যাপারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একটি বিবৃতিও দিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ এ ব্যাপারে আপন আপন মন্তব্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

সংবাদ সবটুকুই কুফফার মিডিয়া থেকে এসেছে। তানজিম থেকে অফিসিয়াল কোনো বিবৃতি আসা পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু বলতে পারছি না।

তবে সংবাদ যাই হোক, সত্য হলেও আমরা বিচলিত নই। দ্বীনে ইসলাম কোনো ব্যক্তির উপর নির্ভর নয়। কোনো ব্যক্তি চিরস্থায়ীও নয়। এক দিন না এক দিন সকলকে চলে যেতে হবে।

আর শত্রুর হাতে শহীদ হওয়া নতুন কিছু নয়। এ ধারা চিরকালই চলে আসছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ –آل عمران 146

“কত নবী রয়েছেন যাদের সঙ্গে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর পথে তাদের যে কষ্ট-বিপদ এসেছে তার কারণে তারা সাহস হারায়নি, দুর্বলও হয়নি এবং (শত্রুর সামনে) মাথা নতও করেনি। আর আল্লাহ অটল অবিচল লোকদের ভালবাসেন।” –আলে ইমরান ১৪৬

এ আয়াতে قَاتَلَ (যুদ্ধ করেছে), قُتِلَ (নিহত হয়েছে): দুই রকম কেরাতই আছে।

দ্বিতীয় সূরতে অর্থ হবে: **অনেক নবী এবং নবীর সাথে তার আল্লাহ ওয়ালা সাথীরাও শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাদের শাহাদাতে বাকিরা হীনমন্য হয়নি। মাথাও নত করেনি। বরং শহীদদের পথ ধরেই সামনে এগিয়ে গেছে।**

উম্মতের কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাদের নবী। সেই নবীও চিরস্থায়ী ছিলেন না। তাঁরও মৃত্যু হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু ছিল উম্মতের জন্য সবচে’ বেদনা-বিদূর ঘটনা। সাহাবায়ে কেরাম ভাবেননি যে, কোনো দিন রাসূল তাদের সামনে থেকে চলে যাবেন। কিন্তু সত্য মেনে নিতেই হয়। রাসূলের মৃত্যুতে সাহাবায়ে কেরাম যখন শোকে মুহ্যমান, তখন আবু বকর সিদ্দিক রাদি. সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটিই উম্মতের অনুসরণীয়।

তিনি বলেছিলেন,

ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال {إنك ميت وإنهم ميتون}. وقال {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين}. صحيح البخاري (دار ابن كثير) (3/ 1341)

“ভাল করে শোনো! তোমাদের কেউ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা করে থাকো, তাহলে (শোনো,) মুহাম্মাদ ইতিমধ্যে মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহর পূজা করে, তারা যেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব। তার কোনো মৃত্যু নেই।”

এরপর তিনি (এ আয়াত) তিলাওয়াত করেন,

‘(হে রাসূল!) মৃত্যু আপনার জন্যও অবধারিত, মৃত্যু তাদের জন্যও অবধারিত’। (যুমার: ৩০)

আরও তিলাওয়াত করেন,

‘মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ (ইলাহ) তো নয় (যে, তার মৃত্যু হতে পারে না।)! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা (জিহাদ বা দ্বীনে ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর (অতি শীঘ্রই) আল্লাহ তাআলা শোকরগুজার (ও আনুগত্যে অটল) বান্দাদের প্রতিফল দান করবেন’। (আলে ইমরান: ১৪৪)” –সহীহ বোখারি: ৩/১৩৪১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম যেমন দ্বীনের উপর জিহাদের উপর অটল ছিলেন, আমাদেরও তাই করণীয়। আমরা ব্যথিত হবো, কিন্তু পিছপা হবো না ইনশাআল্লাহ।